তারিখ 12 MAY 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম

দৈনিক বাংলা

ছাত্র লীগে অন্তর্ঘাত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন ঃ শেখ হাসিনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের সংগঠনের মধ্যে অন্ত–ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকতে বলেছেন।

সোমবার ছাত্রলীগের জাতীয় কাউ–ন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল ছাত্র সমাবেশে তিনি বলেন, কোন সংগঠনের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ষড়–যন্ত্রও শুরু হয়। কোন আত্মঘাতী সংঘর্ষে যেন আর কোন প্রতিশ্রুতিশীল নেতা হারিয়ে না যায়, ভাই হয়ে কেউ ভাইয়ের প্রাণ কেড়ে নিতে না পারে তার বিরুদ্ধে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শেখ হাসিনা ছাত্রলীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতি–হাস। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এই সংগঠনের যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা আর কারো নেই। তার প্রমাণ শহীদদের তালিকায় ছাত্রলীগের কর্মীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।

ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে বিশাল প্যান্ডেলের নীচে আয়োজিত ছাত্রলীগের (শা–অ) জাতীয় কাউন্সিলে শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এর আগে বেলা সাড়ে এগারোটায় তিনি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিন বছর পর অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের এই জাতীয় সম্মেলনে সারাদেশে থেকে হাজার হাজার কর্মী যোগ দেয়।

(৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শেখ হাসিনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ছাত্রদের পড়াশুনায় মনো–নিবেশ করার উপদেশ দিয়ে বলেন, ছাত্র–দের প্রথম কাজ হচ্ছে লেখাপড়া। আর তাই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান–গুলিতে আজ শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু সে অনুপাতে সুযোগ–সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে না। ছাত্রাবাসে নানা সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তব পদক্ষেপও সরকার নিচ্ছে না।

ছাত্র সমাজের দশ দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিরোধী দলে থাকতে বিএনপি এই দশ দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু আজ সেসব দাবী মানা হচ্ছে না।

বিএনপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, দেশে গণতন্ত্র এসেছে সত্য, নির্বাচিত সরকারও ক্ষমতায় তবে গণতন্ত্র কিভাবে অনুশীলন করতে হয় তা ক্ষমতাসীনরা জানে না। ক্ষমতায় গিয়ে শুধু ক্ষমতায় ভোগ করলে চলবে না, সেই সঙ্গে কিছু দায়িত্ব কর্তব্যও পালন করতে হবে। তিনি বলেন, কিন্তু বিএনপির কাছে মানুষের আর আশা করার কিছু নেই।

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সংঘটিত হত্যাকান্ড সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, সেখানে জামাত–শিবির কর্মীরা রকেট লাঞ্চারসহ ধরা পড়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন––দেশে আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থাকতে তারা এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে আনলো।

শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধে পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশে এই অবস্থা আর চলতে দেবেন না, ঐক্যবদ্ধভাবে ঘাতকদের প্রতিরোধ করুন।

আওয়ামী লীগের নতুন অর্থনৈতিক নীতি ব্যাখ্যা করে শেখ হাসিনা বলেন, কালের চাকা সামনে ঘুরে, পিছে না। পূর্ব ইউরোপসহ সারা বিশ্বে যে পরিবর্তন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আওয়ামী লীগ নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার লক্ষ্য ও আদর্শে কোন পরিবর্তন আনেনি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাক বা না যাক দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে বলে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ, মহিউদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান, মোজাফফর হোসেন পল্টু, কাদের সিদ্দিকী, সাজেদা চৌধুরী, এম এ জলিল, জিল্লুর রহমান, সালাউদ্দীন ইউসুফ, আবদুল মোমিন তালুকদার, আই ভি রহমান, মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওবায়দুল কাদের, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখ–তারুজ্জামান, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, মীর্জা সুলতান রাজা, আবদুল মান্নান, জাহাঙ্গীর কবীর নানক, নূরুল ফজল বুলবুল, প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি শাহে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা উপ–পরিষদের আহ্বায়ক সাব্বির হোসেন সাগর এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আহমদ হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সহ–সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, একই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রী সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য, এবং ছাত্রলীগ (না–শ) সাধারণ সম্পাদক শফী আহমদ, বিদেশ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠনের পাঠানো বাণী পাঠ করে শোনান জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু। সভা পরিচালনা করেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রলীগের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।